দৈনিক সংবাদ

196

তারিখ ... JUL 21 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

শব্দানুসন্ধান

দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে 'শব্দ-অনুসন্ধান' শীর্ষক গবেষণাধর্মী লেখাগুলো বেশ ভাল লাগে। এই কলামে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনার জন্য শ্রদ্ধেয় এম এ সামাদ, শ্রদ্ধেয় প্রবোধ চন্দ্র সাহাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

'শব্দ-অনুসন্ধান' শব্দে আমার আপত্তি রয়েছে। এটি 'শব্দানুসন্ধান' হওয়াই বিধেয়। শব্দ+অনুসন্ধান= শব্দানুসন্ধান। সূত্র= সমান ঃ সবর্ণে দীর্ঘী ভবতি পরশ্চ লোপম্। অর্থাৎ সবর্ণ সংজ্ঞক বর্ণ পরে থাকলে সমান সংজ্ঞক বর্ণ দীর্ঘ হয় এবং পরস্থিত সবর্ণ সংজ্ঞক বর্ণ লুপ্ত হয়।

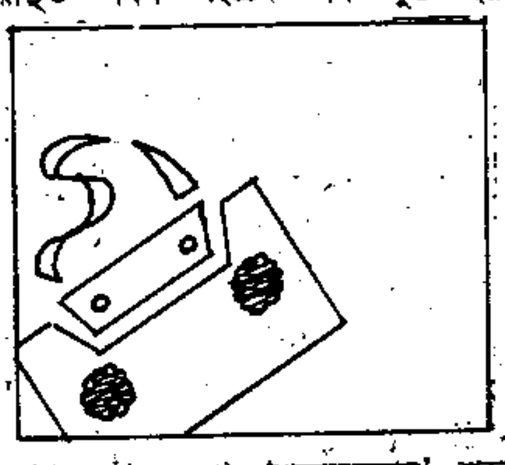

(অ/আ+অ/আ=আ) 'শব্দানুসন্ধান' শব্দটি লেখায় ভাষার ধ্বনি মাধুর্য বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। সন্ধি না করলে শব্দটি হবে সন্ধিঘটিত ভুল। তবে কবিতা, গান, ছন্দ, প্রভৃতির প্রয়োজনে সন্ধিসহ ব্যাকরণের অনেক নিয়মই শিথিলযোগ্য। যেমন -,

বল বীর,
আমি চির-উন্নত শির। (চিরোন্নত নয়)

শুধু ধ্বনির মিলনই নয়। বরং ভাষার মাধুর্য বৃদ্ধির জন্যও সন্ধির একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যেমন ঃ মহারাজ সিংহ আসনে বসেন (অশুদ্ধ বাক্য) আবার মহারাজ সিংহাসনে বসেন (শুদ্ধ বাক্য)।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সন্ধির ব্যবহার নিষিদ্ধ। যেমন- তোমাপেক্ষা (শুদ্ধ- তোমা অপেক্ষা); আইনাভিজ্ঞ (শুদ্ধ- আইন অভিজ্ঞ) ইত্যাদি।

পৃথিবীর অনেক ভাষাতেই সন্ধির প্রচলন আছে। যেমন-

ইংরেজি= all+ready= already.
ফরাসি= le+homme= l'homme.
ফার্সি= উ+অস্ত= উস্ত্
আরবি= আবদ+আল্+সালাম= আবদুস্ সালাম।

সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছিলেন। 'মথুরায়' কবিতাটিতে তিনি 'মনোসাধ' কথাটি ব্যবহার করায় সে সময় 'মিঠেকড়া' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল-

"একবার রাধে রাধে ডাক বাঁশি মনোসাধে,
শুনে ব্যাকরণ কাঁদে, হেন সন্ধি শুনি নাই।"

শুদ্ধ পদটি হবে মনঃসাধ। যেমন- প্রাতঃকাল, মনঃকষ্ট ইত্যাদি।

কবিতাটি আরও চিত্তাকর্ষক হত আমার মত অর্বাচীনের হাতের ছোঁয়ায়। যেমন-

'একবার রাধে রাধে, ডাক বাঁশি মনোসাধে,
হেন সন্ধি শুনি নাই, বলে ব্যাকরণ কাঁদে।"

গত ৪-৭-৯৯ তারিখে শ্রদ্ধেয় এম এ সামাদ সাহেবের শব্দানুসন্ধান (শব্দ-অনুসন্ধান) শীর্ষক জ্ঞানগর্ভ লেখাটি ভাল লেগেছে। তিনি প্রবীণ গবেষক, আমাদের পথিকৃৎ। সশ্রদ্ধ সালাম তাকে। তবে অর্ঘ ও অর্ঘ্য শব্দ দুটি 'প্রায় সমার্থক শব্দ'-এর পরিবর্তে 'প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ' কথাটি ব্যবহার করলে আমার মনে হয় অধিক যুক্তিযুক্ত হত। কারণ অর্ঘ মানে মূল্য বা পূজার উপকরণ হলেও অর্ঘ্য মানে মূল্য নয়। পাঞ্চবার্ষিক ও সাময়িক শব্দ দুটি যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তার সংশয় অমূলক নয়। কারণ ভাষা নদী প্রবাহের মত সর্বদা পরিবর্তনশীল।

তিনি শেষ বাক্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এই বলে- 'সবাইকে নীপ গন্ধে ভরা বাদল দিনের শুভেচ্ছা। বাক্যটিতে মাধুর্য আছে বটে। কিন্তু এখানে 'নীপ' শব্দটি আমার মত সাধারণ পাঠকের বোধগম্য নয়। নীপ শব্দটি দুর্বোধ্য। সে জন্যে বাক্যটি দুর্বোধ্যতা দোষে দুষ্ট। অপ্রচলিত বা দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্য যোগ্যতা হারায়।

সত্যি কথা বলতে কি আমি এই মাত্র অভিধান দেখে 'নীপ' শব্দটির অর্থ খুঁজে বের করলাম। প্রবাদ আছে অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী, কথায় কথায় ডিকশনারী। তবে আমার ভরসা বঙ্কিম বাবু। তিনি 'রচনার শিল্প গুণ' প্রবন্ধে লিখেছেন- 'প্রাঞ্জলতা রচনার বড় গুণ। তুমি যাহা লিখিবে লোকে পড়িবা মাত্র যেন তাহা বুঝিতে পারে। যাহা লিখিলে, লোকে যদি তাহা না বুঝিতে পারিল, তবে লেখা বৃথা।'

তিনি উদাহরণের সাহায্যে কথাটি বুঝিয়ে দিয়েছেন। 'যদি বলি হুতভুক সাহায্যে বাষ্পীয় যন্ত্র সঞ্চালিত হয়। তবে অধিকাংশ বাঙালি আমার কথা বুঝিবে না। যদি বলি যে, অগ্নির সাহায্যে বাষ্পীয় যন্ত্র চলে, সহলেই বুঝিবে।'

কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতায় 'নীপ' শব্দের সার্থক ব্যবহার লক্ষণীয়-

স্নিগ্ধ শ্যামবেণী, এস মালবিকা,
অর্জুন মঞ্জরী কর্ণে, গলে নীপ মালিকা,
ক্ষীণ তন্বী জলভার নমিতা
শ্যাম জম্বুবাণে এস অমিতা
আন কুন্দ মালতী জুঁই ভরি থালিকা, মালিবকা।

ধন্যবাদ সংশ্লিষ্ট সকলকে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী
সহকারী শিক্ষক
রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী।

['ব্যানার্জ্জী' শব্দের শুদ্ধ বানান হবে 'ব্যানার্জী'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান অনুযায়ী কারণ রেফ্ ব্যবহার করলে বর্ণের দ্বিত্ব হবে না। তবে নামের বানান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রুচি অনুযায়ী হওয়াই বিধেয়। —সম্পাদক]